আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দর্শনায় আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ শীর্ষক মাঠ দিবস

একর প্রতি আখের ফলন বৃদ্ধি ও গুণগত মানসম্পন্ন আখ উৎপাদনের লক্ষ্যে ‘আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ’ শীর্ষক মাঠ দিবস ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির আকন্দবাড়িয়া পরীক্ষামূলক কৃষিখামারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেরু চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া। উপব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ) মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহ্যবাহী কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান এফসিএমএ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেরু চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, উপব্যবস্থাপক (সম্প্রসারণ, বীজ) দেলোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপক (জৈব সার) জাকির হোসেন, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) চুয়াডাঙ্গা উপকেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ওবায়দুল্লাহ শেখ, কেরুজ কৃষি খামার ইনচার্জ সুমন কুমার সাহা, ডিহি খামারের ইনচার্জ ইমদাদুল হক এবং আখচাষী মোরশেদুর রহমান লিংকন, সিরাজুল ইসলাম মনি, শামিম হোসেন, আফজালুর রহমান ধীরু, আদিল হক ডাবলু, আব্দুল আওয়াল, সোহেল রানা, শেখ ফরিদ আহম্মেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “আখের অধিক ফলন পেতে হলে আগামীতে আধুনিক প্রযুক্তির

মাধ্যমে আখ চাষের কোনো বিকল্প নেই। আখের মূল্য বৃদ্ধির দাবির প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তিনি বলেন, আগামী রোপণ মৌসুমের আগেই আখের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা আসবে।”

তিনি আরও বলেন, আখ চাষ বাড়ান, এতে অধিক লাভবান হবেন। কেরু অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে চাষিদের সবধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।
তিনি জানান, এই মাঠ দিবসে আখ চাষে আধুনিক প্রযুক্তি এবং সাথী ফসল চাষাবাদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাঠ দিবসে কেরু অ্যান্ড কোম্পানির কর্মকর্তারা এবং এলাকার বিভিন্ন আখচাষী উপস্থিত ছিলেন। আধুনিক পদ্ধতিতে আখ চাষ এবং এর সঙ্গে অন্যান্য ফসল (যেমন: ডাল, তেলবীজ ইত্যাদি) চাষ করে লাভবান হওয়ার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

এছাড়া, আখ চাষে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়েও মতবিনিময় হয়। বিশেষভাবে, রোগমুক্ত আখ বীজ উৎপাদন ও তার বিস্তারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে আখচাষীদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ এবং কারিগরি সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।
এই ধরনের মাঠ দিবস আখচাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন করতে এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

মুজিবনগরে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক

সেমিনার

মুজিবনগরে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন এবং গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি-এর আয়োজনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর তত্ত্বাবধানে এই সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআর-এর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অজয় কান্তি মন্ডল এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল।

ফিতা কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর অতিথিবৃন্দ প্রদর্শনীতে স্থাপিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

পরবর্তী সময়ে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. অজয় কান্তি মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাব সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা এবং প্রোগ্রাম অফিসার রাসেল শেখ।

প্রদর্শনীতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক আবিষ্কার উপস্থাপন করে প্রথম স্থান অর্জন করে মুজিবনগর আম্রকানুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

সেমিনার শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে শতাধিক মাছ নিধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের মনোহরপুর গ্রামের মোঃ ফইমুদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ মফিজের পুকুরে দুর্বৃত্তদের দেওয়া বিষে শতাধিক মাছ মেরে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোর ৫টার দিকে।

স্থানীয়রা জানান, সকালে পুকুরের পানিতে অসংখ্য মৃত মাছ ভাসতে দেখে বিষয়টি নজরে আসে। ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষি মোঃ মফিজ জানান, অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা রাতের অন্ধকারে তার পুকুরে বিষ প্রয়োগ করেছে, যার ফলে তার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মাছচাষি প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন।

বাজেট প্রতিক্রিয়া / সিগারেটে এমআরপি বাধ্যতামূলক ইতিবাচক, প্রয়োগ নিশ্চিত জরুরি

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যে সিগারেট বিক্রি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘সিগারেটের প্যাকেটে লেখা MRP বা সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের চেয়ে কোন পর্যায়ে বেশি দামে বিক্রি করা যাবে না’। যা রাজস্ব আদায় ও তামাক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক। কারণ সিগারেটের প্যাকেটে লেখা মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সিগারেট বিক্রির মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিবছর প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি

দেয়। এ সিদ্ধান্ত সিগারেট কোম্পানির কর ফাঁকি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ হবে। তবে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ বিভাগ এবং রাজস্ব বিভাগের জোরালো মনিটরিং জরুরি। যেকোনো ধরণের মূল্য কারসাজির ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (১ জুন ২০২৩) তামাক কর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নলেজ হাব বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রতিক্রিয়ায় এসব কথা জানিয়েছে।

পাশাপাশি তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর প্রস্তাব অনুযায়ী জর্দার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ৪৫ টাকা নির্ধারণ এবং পূর্বের ন্যায় ৫৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। প্রতি ১০ গ্রাম গুলের দাম ২৩ টাকা নির্ধারণ করে ৫৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। তবে ধোঁয়াহীন তামাকজাত দ্রব্যে রাজস্ব ফাঁকি বন্ধে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং ও বাজার মনিটরিংয়ে এনবিআরকে নজর দিতে হবে বলেও জানিয়েছে বিএনটিটিপি।

বিএনটিটিপির পাঠানো বাজেট প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, এবারের বাজেটে নিম্ন স্তরের ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ৫ টাকা বাড়িয়ে ৪৫ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি শলাকায় বৃদ্ধি মাত্র ৫০ পয়সা। এই বৃদ্ধি তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকর অবদান রাখবে না। প্রতি শলাকা ৫০ পয়সা বৃদ্ধির সুযোগে তামাক কোম্পানি বাজারে প্রতি শলাকার মূল্য এক টাকা বাড়িয়ে দেবে যা তামাক কোম্পনির অযাচিত মুনাফা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হবে। নিম্ন স্তরে সম্পূরক শুল্কের হার ৫৭ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশ করা হয়েছে। এখানে বিশেষজ্ঞদের ৬৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের সুপারিশ উপেক্ষিত হয়েছে। দেশের প্রায় ৭৭ শতাংশ ধুমপায়ী নিম্ন স্তরের সিগারেট সেবন করে। বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব মেনে এই স্তরের সিগারেটের মূল্য ৫০ টাকা এবং কর হার ৬৫ শতাংশ করা হলে তা ধূমপান কমিয়ে আনা এবং রাজস্ব বৃদ্ধি উভয় ক্ষেত্রে সুম্পষ্ট অবদান রাখতো।

এছাড়া মধ্যম ও উচ্চ স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য মাত্র ২ টাকা বাড়িয়ে ৬৭ টাকা ও ১১৩ টাকা এবং অতিউচ্চ স্তরে ১০ শলাকার মূল্য ৮ টাকা বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হয়েছে। এই ন্যূনতম বৃদ্ধি ধূমপান কমাতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখবে না। বরং বর্ধিত মূল্য থেকে তামাক কোম্পানির অংশ বৃদ্ধি এবং খুচরা শলাকায় মূল্য বৃদ্ধির ফাঁদে

ফেলে তামাক কোম্পানি তার মুনাফা বাড়িয়ে নেবে যা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ঘোষণা তার বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করবে বলেও মনে করে বিএনটিটিপি।

বাজেট প্রতিক্রিয়ায় বিএনটিটিপির আহ্বায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রুমানা হক বলেন, এই বাজেটেও তামাকজাত দ্রব্যের ওপর করারোপে ত্রুটিপূর্ণ অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতি বহাল রাখা হয়েছে। তামাক কর বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মেনে অ্যাডভেলোরেম পদ্ধতির পরিবর্তে তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হলে তা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাকের ব্যবহার কমাতে কার্যকর অবদান রাখতো। পাশাপশি তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ কমতো। একইসঙ্গে রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও কার্যকর করতো। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের যে মূল্য প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে তামাক কোম্পানির মুনাফা বাড়বে। একইসঙ্গে তা ধূমপান কমিয়ে আনতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখবে না। যা দেশের জনস্বাস্থ্য পরিস্তিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।